Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

হাওর অঞ্চলের জীবন-জীবিকা
সরকারি পরিষেবার ভূমিকা

তৌফিকুল ইসলাম খান

সিনিয়র রিসার্চ ফেলো

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সুনামগঞ্জঃ ৩ আগষ্ট ২০১৯

সূচি

- ভূমিকা
- টেকসই জীবিকা কাঠামো এবং এসডিজির সাথে এর সম্পৃক্ততা
- টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা
- হাওর অঞ্চলের টেকসই জীবিকার সাথে সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহ
- টেকসই জীবিকার পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা
- চ্যালেঞ্জসমূহ
- সুপারিশসমূহ

ভূমিকা

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে প্রশংসনীয় সাফল্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি এর উচ্চাভিলাষী এবং ব্যাপকতর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশকে একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে
- যদিও সামগ্রিকভাবে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়ভার রাষ্ট্রের উপর বর্তায়, তথাপি স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এসডিজি কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে
- বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯(২) অনুযায়ী, স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারি সংস্থাসমূহকে *'জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন'* সহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে
- স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদে অভিগম্যতা, বিকল্প জীবিকার সুযোগ সৃষ্টিসহ টেকসই জীবন-জীবিকা নিশ্চিতকরণে নানা ধরণের পরিষেবা দিয়ে থাকে
  - এগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষি এবং অ-কৃষি ঋণ প্রদান, কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, রাষ্ট্রীয় ক্ষুদ্র স্কীম বা কর্মসূচিতে সুযোগ প্রদান, প্রযুক্তিগত সহায়তা, আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি

ভূমিকা

- হাওর অঞ্চল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ২০ হাজার বর্গ কি.মি এলাকা জুড়ে অবস্থিত যেখানে প্রায় ২ কোটি মানুষ (মোট জনসংখ্যার ১৩.৬%, ২০১১ সালে) বসবাস করে
- এটি উত্তরে মেঘালয়, দক্ষিনে মিজোরাম ও ত্রিপুরা এবং পূর্বে মণিপুর ও আসামের পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত
- সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মিলে বাংলাদেশ মোট ৪২৩ টি হাওর রয়েছে
  - এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩৩ টি (৩১.৪%) হাওড় রয়েছে সুনামগঞ্জে যা মোট হাওর এলাকার ১৮.৪%
- ভৌগোলিক এবং পরিবেশগত অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম পিছিয়ে পড়া অঞ্চল
- হাওর অঞ্চলের প্রধান দুর্যোগ হচ্ছে আকস্মিক বন্যা যা এই অঞ্চলের প্রধান উৎপাদনশীল খাত কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্থ করার মাধ্যমে মানুষের জীবন ও জীবিকাকে হুমকির সম্মুখীন করে
  - বন্যা ও এর দ্বারা সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে উজানের পাহাড়ি এলাকায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, নদীতে পলি জমে যাওয়া, বন নিধণ এবং পাহাড় কাটা, ভূমিধ্বস, অনুপযুক্ত পানি নিষ্কাশন ব্যাবস্থা, অপরিকল্পিত সড়ক ও পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো

টেকসই জীবিকা কাঠামো এবং এসডিজির সাথে এর সম্পৃক্ততা

টেকসই জীবিকা কাঠামো

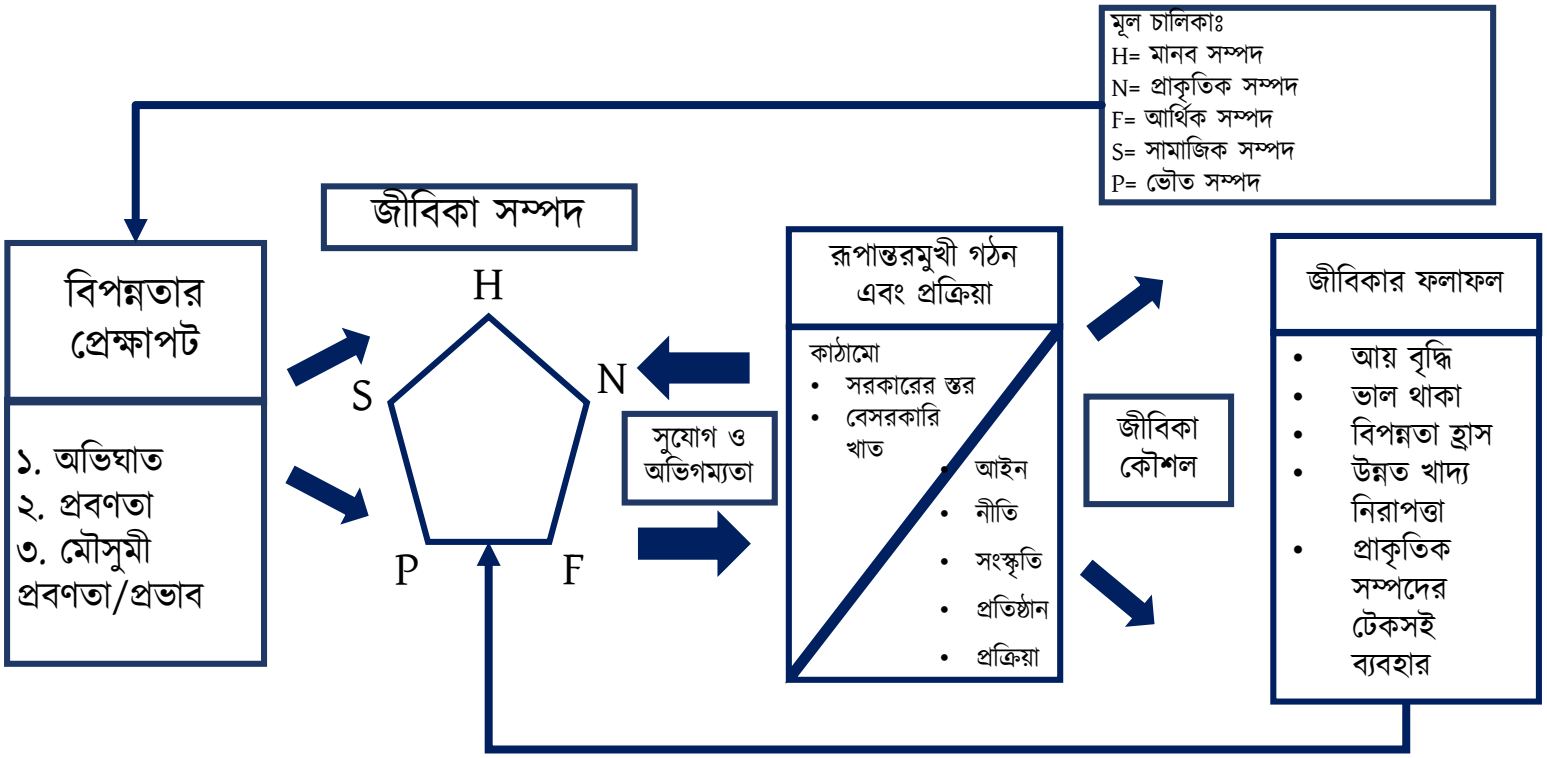

উৎসঃ DFID ১৯৯৯

টেকসই জীবিকা কাঠামো এবং এসডিজির সাথে এর সম্পৃক্ততা

এসডিজির সাথে টেকসই জীবিকা কাঠামোর সম্পৃক্ততা

টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা

বিপন্নতার প্রেক্ষিত

জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখার অনুপাত

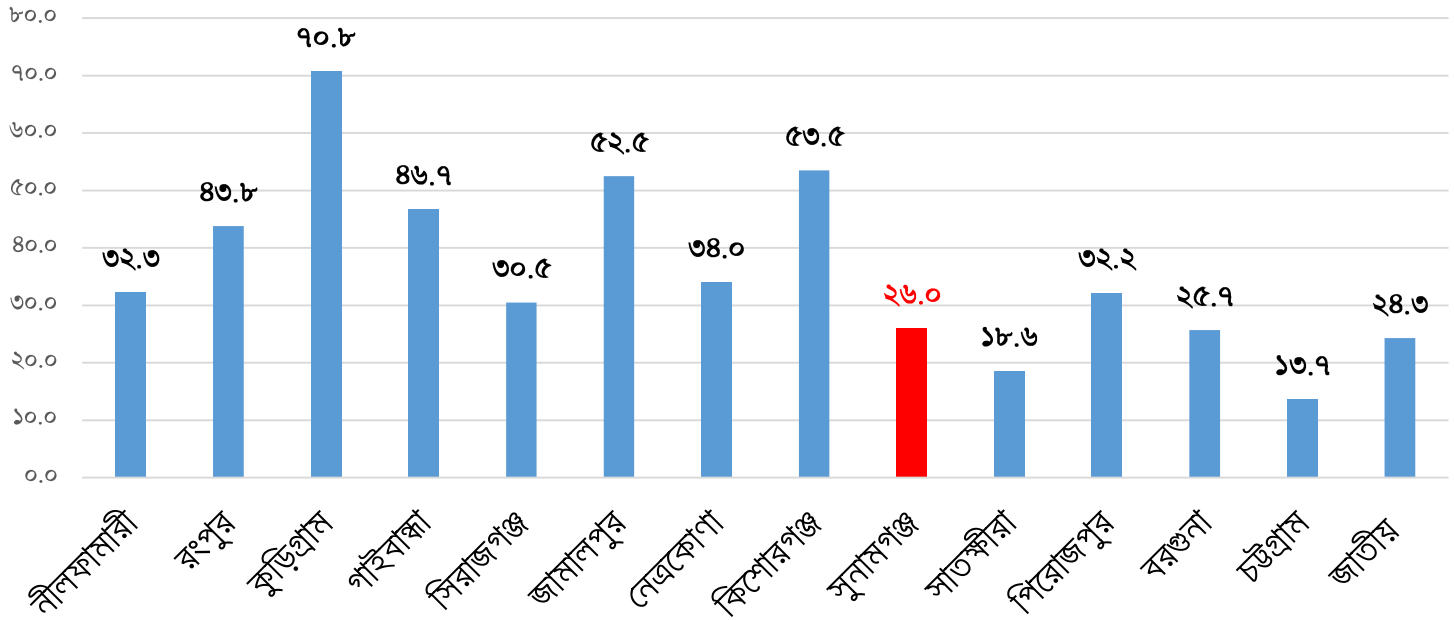

উৎসঃ খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬

- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী সুনামগঞ্জে জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত জাতীয় গড়ের কাছাকাছি
- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬-তে উপজেলা ভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ এর তথ্যমতে সুনামগঞ্জের ১১ উপজেলার মধ্যে তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর এবং দোয়ারাবাজারে দারিদ্রের হার তুলনামূলক বেশী

টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা

বিপন্নতার প্রেক্ষিত

বন্যা এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে বোরো ফসলের ক্ষয়ক্ষতির অবস্থা, মার্চ ও এপ্রিল ২০১৬-১৭

জাতীয়ভাবে মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমি (%)

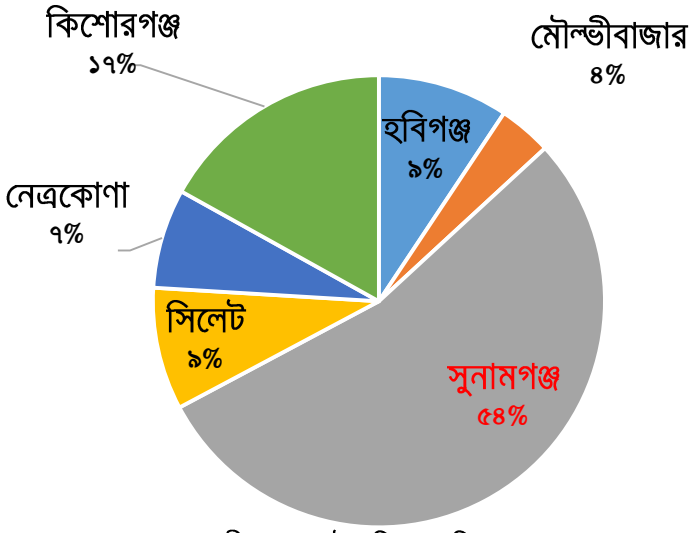

জাতীয়ভাবে মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমি ৫.৭৫ লক্ষ একর

জাতীয়ভাবে মোট উৎপাদন ক্ষতি (%)

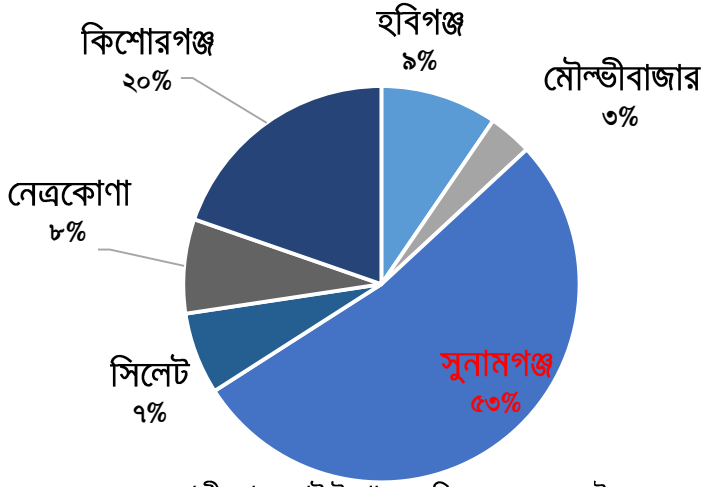

জাতীয়ভাবে মোট উৎপাদন ক্ষতি ৮.৬৫ লক্ষ মে.টন

উৎসঃ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০১৮

বন্যা এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে জাতীয়ভাবে বোরো ফসলের ক্ষেত্রে মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমি এবং মোট উৎপাদন ক্ষতির ৫০% এর বেশী সুনামগঞ্জে হয়

টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা

বিপন্নতার প্রেক্ষিত

এই বন্যায় সুনামগঞ্জের ক্ষয়ক্ষতির অবস্থা (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর)
২৮ জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত

- ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ১১ টি
- ক্ষতিগ্রস্ত পৌরসভাঃ ০২ টি
- ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ৮৪ টি
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারঃ ৩৯,৭৮৭ (আংশিক)
- ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ১৮৫,৮১৫ (আংশিক)
- ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িঃ ৭,০৭৫ টি (আংশিক)
- ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমিঃ ৯৯৩ হেক্টর (সম্পূর্ণ), ১২৫ হেক্টর (আংশিক)
- ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা/ধর্ম) – ৫৫৫ টি (আংশিক)
- ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা – ৮১৮.১৪ কি.মি. (আংশিক)
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ/কালভার্ট – ৯৬ টি
- ক্ষতিগ্রস্ত টিউবয়েল – ৪,৪২৭ টি

জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ২৮/০৭/২০১৯ তারিখ রাত ৭.৪৫ ঘটিকায় টেলিফোনে জানান যে, তাঁর জেলার অধিকাংশ এলাকার বন্যার পানি নেমে গেছে। আশ্রয়কেন্দ্রের লোকজন নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে গেছে। সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা

জীবন-জীবিকার চিত্র

ভূমির ব্যবহার সম্পর্কিত পরিসংখ্যান, ২০১৬-১৭ (%)

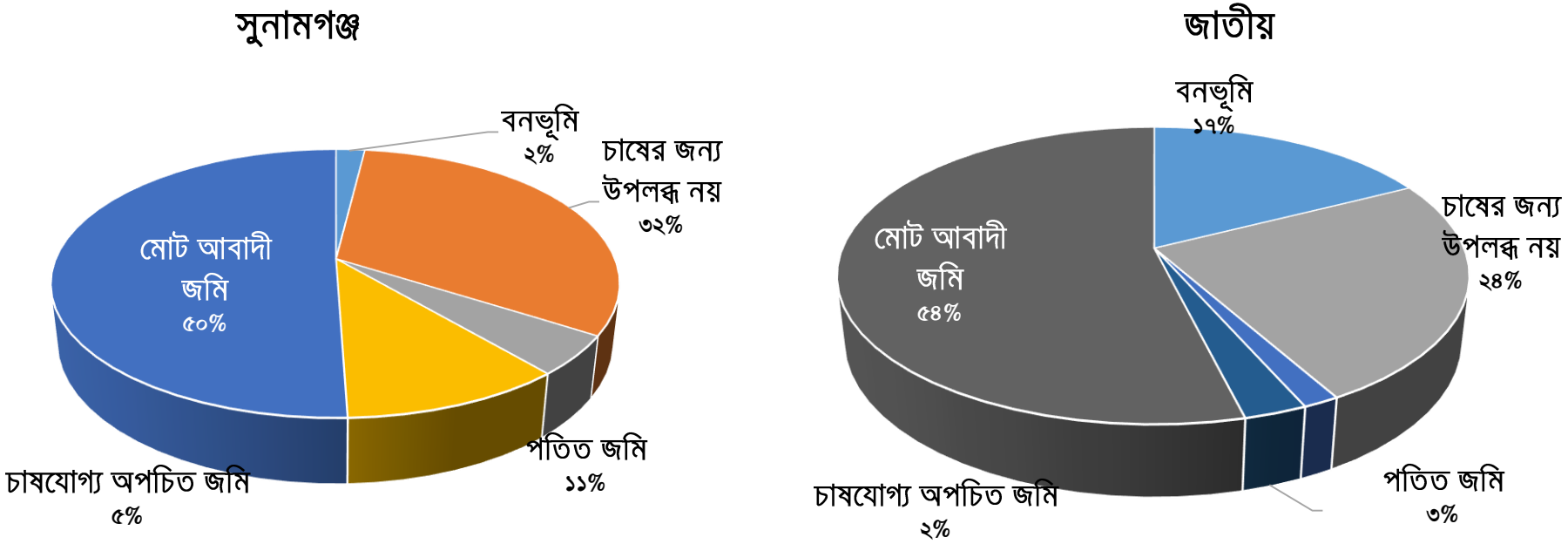

উৎসঃ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০১৮

- সুনামগঞ্জে মোট আবাদী জমির অনুপাত জাতীয় গড়ের তুলনায় কিছুটা কম
  - ➢ এক্ষত্রে পতিত জমি এবং চাষের জন্য উপলব্ধ নয় এমন জমির অনুপাত বেশী

টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা

- সুনামগঞ্জে খানাসমূহের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি
  - খানাসমূহের আয়ের ৬৮% আসে কৃষি খাতে আত্ম-কর্মসংস্থান এবং দিন মজুরীর মাধ্যমে যা জাতীয় গড় এবং তুলনীয় জেলাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ

খানাসমূহের আয়ের প্রধান উৎস (%)

জেলা	আত্ম-কর্মসংস্থান (কৃষি)	দিন মজুর (কৃষি)	মোট কৃষি	আত্ম-কর্মসংস্থান (অ-কৃষি)	দিন মজুর (অ-কৃষি)	সেবা	অনান্য
সুনামগঞ্জ	৩৫.৬	৩২.৫	৬৮.১	১৭.৩	৭.৬	১৩.৩	৩.৩
কুড়িগ্রাম	২৮.৫	৩৮.৩	৬৬.৮	২৬.৮	১৭.৩	৮.১	৫.১
নেত্রকোণা	৩৫.৫	২৮.০	৬৩.৫	২৮.৫	১৫.৭	৫.৯	৬.৬
জামালপুর	৩৫.৩	২৭.০	৬২.৪	২৪.৯	১৬.৪	৭.১	৫.৫
গাইবান্ধা	২৪.৯	৩২.৩	৫৭.২	২২.০	১৫.৭	১৪.৮	৭.২
সাতক্ষীরা	২৭.৩	২৫.৬	৫২.৯	৩৫.৩	১৯.১	১৫.০	৪.৬
রংপুর	২৬.৮	২৫.৫	৫২.৩	৩৫.৫	১৪.৩	২২.১	৬.১
নীলফামারী	১৭.৩	২৮.৩	৪৫.৬	২৫.৮	২০.২	২১.১	৯.০
সিরাজগঞ্জ	২২.০	২২.৮	৪৪.৮	৩৫.৬	১৩.৭	১৯.৬	১১.৭
কিশোরগঞ্জ	২৫.৮	১৮.২	৪৪.১	২৭.৩	১৪.৪	২১.৭	১০.৭
পিরোজপুর	২১.২	১৪.২	৩৫.৪	২১.২	১১.১	২০.৮	১৪.৯
বরগুনা	২৪.৭	৮.২	৩২.৯	২৪.৭	১৯.৯	২১.৬	৯.৫
চট্টগ্রাম	১৩.৫	৬.৭	২০.২	১৩.৫	১৭.১	১২.৯	৩৫.৯
জাতীয়	**১৮.৮**	**৪২.০**	**১৭.৩**	**২৩.২**	**১৪.৩**	**১৫.২**	**১১.১**

উৎসঃ শ্রমশক্তি ২০১০

টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা

- সুনামগঞ্জে মাথাপিছু বিভিন্ন স্থাপনার সংখ্যা অন্যান্য তুলনীয় জেলার মধ্যে সর্বোনিম্ন এবং জাতীয় গড় থেকেও কম। বিভিন্ন স্থাপনার মধ্যে ৯৫% কুটির শিল্প
- অন্যান্য স্থাপনার মধ্যে কিছু ছোট প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশ কম

ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান (%)

জেলা	মাথাপিছু (সংখ্যা)	কুটির শিল্প	ক্ষুদ্র	ছোট	মাঝারী	ছোট ও মাঝারী	বড়
নীলফামারী	০.০৭২	৬৯.৯৫	৫.১৬	২৪.৮২	০.০৪	২৪.৮৬	০.০৪
জামালপুর	০.০৬৯	৯৬.৭৯	০.৩৯	২.৭৮	০.০২	২.৮০	০.০১
রংপুর	০.০৬৪	৭৯.৪৭	১.৯৫	১৮.৪৮	০.০৮	১৮.৫৫	০.০২
গাইবান্ধা	০.০৬৩	৯৭.৪৪	০.৩৮	২.১৪	০.০৩	২.১৭	০.০১
কুড়িগ্রাম	০.০৬০	৯৭.৬১	০.৩০	২.০৫	০.০৪	২.০৯	০.০০
সিরাজগঞ্জ	০.০৫৬	৯১.১৬	৩.৭৪	৫.০১	০.০৭	৫.০৯	০.০২
কিশোরগঞ্জ	০.০৫২	৯৩.১৭	১.০২	৫.৭৩	০.০৫	৫.৭৯	০.০২
সাতক্ষীরা	০.০৫১	৮৮.৩৫	০.৭৩	১০.৮৫	০.০৫	১০.৯০	০.০২
চট্টগ্রাম	০.০৫০	৭৯.৩৪	১.৪৮	১৮.৮৮	০.১৫	১৯.০২	০.১৬
পিরোজপুর	০.০৫০	৮৯.৫৮	০.৯৩	৯.৪১	০.০৫	৯.৪৬	০.০৩
নেত্রকোণা	০.০৪২	৯১.০৭	০.৭০	৮.১৫	০.০৭	৮.২২	০.০২
বরগুনা	০.০৩৮	৯২.৬৮	১.৪৩	৫.৮১	০.০৬	৫.৮৮	০.০১
সুনামগঞ্জ	০.০৩৬	৯৫.০৭	০.৭৪	৪.১৩	০.০৪	৪.১৭	০.০২
জাতীয়	**০.০৫৪**	**৮৭.৫২**	**১.৩৩**	**১০.৯৯**	**০.০৯**	**১১.০৮**	**০.০৭**

উৎসঃ অর্থনৈতিক শুমারি, ২০১৩; জনসংখ্যা শুমারি ২০১১

টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা

- সুনামগঞ্জে জাতীয় গড়ের ন্যায় অ-কৃষি খামারের তুলনায় কৃষি খামারের অনুপাত কিছুটা বেশী
- কৃষি খামারের মধ্যে মাঝারী (১৩.৩%) এবং বড় (২.৮) খামারের অনুপাত জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশী
- অধিকাংশ (৭২.৬%) খামারই ব্যক্তি মালিকানার অধীনে, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশী

অ-কৃষি ও কৃষি খামারের সংখ্যা এবং খামারের মালিকানা

জেলা	মাথাপিছু খামার (সংখ্যা)	অ-কৃষি খামার (%)	কৃষি খামার (%)				মালিকানা (%)		
			মোট	ক্ষুদ্র (০.০৫-২.৪৯ একর)	মাঝারী (২.৫০-৭.৪৯ একর)	বড় (৭.৫০+ একর)	মালিক	মালিক তথা ভাড়াটে	ভাড়াটে
গাইবান্ধা	০.২৪	৪৩.৭৯	৫৬.২১	৪৯.০৬	৬.৫৬	০.৬০	৬৬.৬৫	২৩.৬৩	৯.৭২
জামালপুর	০.২৪	৩৮.৩৩	৬১.৬৭	৫৩.২৯	৭.৮১	০.৫৭	৫৯.৩৫	২৯.৯০	১০.৭৪
রংপুর	০.২৪	৪৭.৭১	৫২.২৯	৪৩.৬০	৭.৯৮	০.৭১	৬৬.২৫	২২.৩৯	১১.৩৭
কুড়িগ্রাম	০.২৩	৪১.৩১	৫৮.৬৯	৫০.২৩	৭.৭৬	০.৭০	৬৪.৩৬	২৩.৭২	১১.৯৩
বরগুনা	০.২৩	২৮.০৬	৭১.৯৪	৫৭.৭৩	১২.৪৭	১.৭৪	৭১.০৬	২১.৩১	৭.৬৩
সাতক্ষীরা	০.২২	৪২.২২	৫৭.৭৮	৪৮.৭০	৭.৮২	১.২৬	৬৯.২৯	২৩.৮২	৬.৮৯
পিরোজপুর	০.২২	২৭.১৪	৭২.৮৬	৬৩.২৮	৮.৯২	০.৬৬	৭৫.৪২	১৯.৩৬	৫.২২
সিরাজগঞ্জ	০.২১	৪৭.৮৯	৫২.১১	৪৪.৪১	৭.০৩	০.৬৭	৬৩.২৩	২২.০৩	১৪.৭৪
নীলফামারী	০.২১	৪৬.৯১	৫৩.০৯	৪৩.৩২	৮.৯১	০.৮৬	৬৯.৯৩	১৮.৬২	১১.৪৫
নেত্রকোণা	০.২১	৩৮.৩৫	৬১.৬৫	৪৮.৪১	১১.৬১	১.৬২	৬৭.৪৯	২৪.৩১	৮.২১
কিশোরগঞ্জ	০.২১	৪৮.৩৫	৫১.৬৫	৪৩.৭২	৬.৯১	১.০২	৬৮.০৭	২৩.৩৬	৮.৫৭
চট্টগ্রাম	০.১৭	৭১.৭০	২৮.৩০	২৫.৭৪	২.৩৮	০.১৮	৭১.৬৮	১২.৭৩	১৫.৫৯
সুনামগঞ্জ	০.১৬	৪৬.৬১	৫৩.৩৯	৩৭.৩৪	১৩.২৮	২.৭৭	৭২.৬২	১৮.৯২	৮.৪৬
বাংলাদেশ	**০.২০**	**৪৭.০৯**	**৫২.৯১**	**৪৪.৬৫**	**৭.৪৫**	**০.৮২**	**৬৫.২৯**	**২১.৮৮**	**১২.৮৩**

উৎসঃ কৃষি শুমারি, ২০০৮; জনসংখ্যা শুমারি, ২০১১

টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা

- সুনামগঞ্জে ফসল ফলানোর প্রবলতা (cropping intensity) জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশ কম। মূলত ভোলার (১১৩) পরে ৬৪ জেলার মধ্যে এটি দ্বিতীয় সর্বনিম্ন (১৩৪)
- এখানে মোট ফসলী জমির ৭৩.৫% এক ফসলী জমি (বোরো ধান)

ফসল ফলানোর প্রবলতা, ২০১৬-১৭ (%)

জেলা	মোট ফসলী জমি (হাজার একর)	এক ফসলী জমি	দুই ফসলী জমি	তিন ফসলী জমি	চার ফসলী জমি	ফসল ফলানোর প্রবলতা (%)
সুনামগঞ্জ	৪৬৮	৭৩.৫	১৯.০	৭.৫	০.০	১৩৪
সাতক্ষীরা	৩৭৬	৬২.৫	২৯.০	৮.২	০.৩	১৪৬
বরগুনা	৩৪৩	৬০.৯	২৫.৪	১৩.৪	০.৩	১৫২
পিরোজপুর	১৮৯	৫৮.৭	২৯.১	১২.২	০.০	১৫৩
কিশোরগঞ্জ	৪৩৭	৪৪.৯	৪২.৮	১২.৪	০.০	১৬৭
নেত্রকোণা	৪৬০	৩৫.২	৫০.৪	১৪.৩	০.০	১৭৯
চট্টগ্রাম	৪০৩	২৫.৩	৫৫.৩	১৯.৪	০.০	১৯৩
জামালপুর	৩৩২	১৯.০	৫৭.৫	২২.৬	০.৯	২০৬
কুড়িগ্রাম	৩২১	১৮.৪	৬৫.৭	১৫.৬	০.৩	১৯৭
গাইবান্ধা	৩৫৩	১৫.৯	৬৪.৩	১৯.৮	০.০	১৫৮
রংপুর	৪৪৬	৫.৪	৬৪.৮	২৯.৬	০.২	২২৫
সিরাজগঞ্জ	৩৫৮	৪.৫	৬৫.১	৩০.২	০.৩	২২৬
নীলফামারী	২৮৩	২.১	৬৭.১	৩০.৪	০.৪	২২৮
জাতীয়	**১৯,৬২০**	**২৮.০**	**৪৯.৫**	**২২.৩**	**০.২**	**১৭৩**

উৎসঃ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০১৮

টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা

- শুধুমাত্র আউশ ধান ব্যাতীত অন্যান্য প্রধান প্রধান শস্যের উৎপাদনশীলতা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম
- সুনামগঞ্জের মোট উৎপাদিত ধানের (৯.৫ লক্ষ মে.টন) ৭৭.৭% বোরো ধান
- এমনকি সুনামগঞ্জের প্রধান ফসল বোরোর হেক্টর প্রতি উৎপাদন জাতীয় গড় এবং অন্যান্য তুলনীয় জেলাসমূহের তুলনায় বেশ কম

প্রধান প্রধান শস্যের উৎপাদনশীলতার পরিস্থিতি (মে.টন/হেক্টর), ২০১৭-১৮

জেলা	আউশ	আমন	বোরো	গম	মোট
কিশোরগঞ্জ	২.৭	২.৮	৪.৪	২.২	৩.৭
রংপুর	৩.০	২.৮	৪.৪	৩.১	৩.৫
সিরাজগঞ্জ	১.৯	২.৪	৪.২	২.৭	৩.৫
নীলফামারী	০.০	২.৮	৪.১	৩.২	৩.৪
কুড়িগ্রাম	২.২	২.৬	৪.১	৩.২	৩.৪
নেত্রকোণা	২.০	২.৫	৪.২	২.৪	৩.৪
জামালপুর	১.৯	২.৫	৪.০	২.৭	৩.৩
সুনামগঞ্জ	২.৬	২.৪	৩.৭	২.৬	৩.৩
সাতক্ষীরা	২.৩	২.৭	৩.৯	২.৭	৩.৩
গাইবান্ধা	২.৬	২.৭	৩.৭	২.৫	৩.২
চট্টগ্রাম	২.৬	২.৬	৩.৩	০.০	২.৭
পিরোজপুর	২.২	১.৪	৪.১	২.৫	২.১
বরগুনা	২.৬	১.৭	৩.১	২.৬	২.০
জাতীয়	**২.৫**	**২.৫**	**৪.০**	**৩.১**	৩.১

উৎসঃ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০১৮

টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা

- সুনামগঞ্জের ৬২.৮% জমি সেচের আওতাভুক্ত যা জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশ ভাল
- এখানকার প্রায় ৭০% সেচ কাজই পাম্পের মাধ্যমে করা হয় যা জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশী

সেচের পরিস্থিতি (%), ২০১৬-১৭

জেলা	সেচের আওতাভুক্ত জমি (%)	পাম্পের মাধ্যমে (%)	নলকূপের মাধ্যমে (%)	গতানুগতিক উপায়ে (%)
সুনামগঞ্জ	৬২.৮	৬৯.০	১৩.২	১৭.৮
জামালপুর	৬১.৩	০.২	৯৯.০	০.৭
সিরাজগঞ্জ	৬০.৪	১.৪	৯৮.০	০.৬
গাইবান্ধা	৫৮.৯	০.৫	৯৮.১	১.৪
কিশোরগঞ্জ	৫৮.২	৩৭.৩	৫৮.২	৪.৫
নীলফামারী	৫৬.৬	৩.৩	৯৪.৩	২.৫
রংপুর	৫৪.৫	৬.৬	৯৩.৪	০.০
নেত্রকোণা	৫৩.০	৩১.৪	৬৫.৯	২.৭
কুড়িগ্রাম	৫০.২	৩.১	৯৫.০	২.৮
সাতক্ষীরা	৪৩.৬	৬.৭	৯২.৯	০.৪
চট্টগ্রাম	৩৪.৩	৭২.৪	১০.১	১৭.৫
পিরোজপুর	২১.৪	৬৬.১	১.৬	৩২.৩
বরগুনা	৫.০	৮৮.৫	০.০	১১.৫
জাতীয়	**৪৯.২**	**২.৪**	**৯৬.৯**	**০.৭**

উৎসঃ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০১৮

টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা

- অভ্যন্তরীণ জলাভূমি থেকে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৮ম (প্রায় ৯৭ হাজার মে.টন)
- এখানে মোট মৎস্য উৎপাদনের ৮৭.৪% প্লাবনভূমি এবং বিভিন্ন বিলে করা হয়
  - ➢ বিলে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ এবং প্লাবনভূমির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (সর্বোচ্চঃ কুমিল্লা)

অভ্যন্তরীন জলাভূমি থেকে বার্ষিক মাছ উৎপাদন/ধরার পরিমাণ (%), ২০১৭-১৮

জেলা	নদী	বিল	প্লাবনভূমি	পুকুর	মৌসুমিভাবে চাষকৃত জলাভূমি	বাওড়	চিংড়ি খামার	পেনে চাষ	খাঁচায় চাষ	মোট উৎপাদন (মে.টন)
সুনামগঞ্জ	১.০	২৪.৬	৬২.৮	১০.৪	১.২	০.০	০.০	০.০	০.০	৯৬,৯৫৭
সিরাজগঞ্জ	৭.৭	১.১	৫৪.৩	৩১.৫	৫.৩	০.০	০.০	০.০	০.০	৫৮,৬৬৮
কিশোরগঞ্জ	৩.০	৮.৬	৫১.৭	২৮.৫	৬.৯	০.০	০.০	১.২	০.০	৭৯,১৫৪
কুড়িগ্রাম	১১.২	৩.২	৩১.০	৪৫.০	৯.১	০.০	০.০	০.১	০.৩	৩৪,৪২৬
রংপুর	০.৫	৫.৭	২৬.৫	৬২.৮	৪.৫	০.০	০.০	০.১	০.০	৩০,৯৯৫
পিরোজপুর	২২.৫	০.১	২১.৪	৪২.৫	৬.১	০.০	৭.২	০.০	০.২	১৬,৯৫৬
গাইবান্ধা	৭.৪	১.৬	১৯.৫	৬৯.০	২.৫	০.০	০.০	০.০	০.০	২৮,৬৮৭
জামালপুর	৫.৫	১২.৪	১৮.২	৫৯.০	৫	০.০	০.০	০.০	০.০	৫৩,২১৩
নীলফামারী	১.২	১.৯	১৮.১	৭৭.৮	০.৯	০.০	০.০	০.১	০.০	১৭,১৭৩
বরগুনা	৩৪.৯	০.০	১৫.০	৪১.৮	৩.৬	০.০	৪.৫	০.০	০.২	১৬,৬৭৩
সাতক্ষীরা	১.২	০.৫	১২.৩	২৯.৯	৮.৩	০.২	৪৭.৭	০.০	০.০	১১৩,০০৬
নেত্রকোণা	০.৩	০.৮	৭.৬	৮৯.৪	১.৮	০.০	০.০	০.০	০.০	৪০০,০৫৩
চট্টগ্রাম	৪.৪	০.১	০.৯	৯২.৭	০.০	০.০	২.০	০.০	০.০	৬৭,৮২৩
জাতীয়	**৮.৯**	**২.৭**	**২১.২**	**৫২.৫**	**৬.০**	**০.২**	**৭.৩**	**০.৩**	**০.১**	৩,৬২১,৯৫৪

উৎসঃ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০১৮

টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা

- প্লাবনভূমিতে খানা প্রতি বার্ষিক মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৩য় (১৩০ কেজি) (সিলেট প্রথম এবং যশোর দ্বিতীয়)
- প্লাবনভূমিতে মোট মৎস্য উৎপাদনের ৫১.৬% উন্মুক্ত জলমহালে মৎস্য শিকারের মাধ্যমে হয় এবং ৪১.৩% হাওড়ের বদ্ধ জলমহালে মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে
  - ➢ প্রকৃত জেলেদের তাই এসকল জলমহালে মাছ উৎপাদনের সুযোগ নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ

প্লাবনভূমিতে বার্ষিক মাছ ধরার পরিমাণ, ২০১৭-১৮

জেলা	মৎস্য চাষ করেই জীবিকা নির্বাহ করে এমন পরিবার (হাজার জন)	খানা প্রতি গড় মাছ ধরার পরিমাণ (কেজি)	জেলেদের মাধ্যমে মৎস্য শিকার (%)	পোনা ছাড়া কর্মসূচির মাধ্যমে মাছ উৎপাদন (%)	হাওড়ে মাছ উৎপাদন (%)	মোট উৎপাদন (মে.টন
নেত্রকোণা	২৪৬	৪৯	৩৯.৭	৫.৩	৫৫.০	২,২৮১
কিশোরগঞ্জ	২৩০	৮৫	৪৮.০	৫.৮	৪৬.২	৪০,৮৯৮
সুনামগঞ্জ	২৪২	১৩০	৫১.৬	৭.১	৪১.৩	৬০,৯০৪
নীলফামারী	১২১	২৫	৯৯.২	০.৮	০.০	৩,১০৮
রংপুর	২১০	৩৮	৯৮.৩	১.৭	০.০	৮,২১৪
কুড়িগ্রাম	২৪১	৪৩	৯৬.৯	৩.১	০.০	১০,৬৭৯
গাইবান্ধা	৩০৪	১৮	৯৬.৬	৩.৪	০.০	৫,৫৮৫
সিরাজগঞ্জ	৪২৭	৭৩	৪.২	১.৭	০.০	৩১,৮৭৯
জামালপুর	১১৫	৭৯	৯৩.৪	৬.৬	০.০	৩০,৪৭০
সাতক্ষীরা	১২০	১১৫	৯৯.৪	০.৬	০.০	১৩,৮৫৫
পিরোজপুর	১১১	৩২	৯৭.৫	২.৫	০.০	৩,৬৩৭
বরগুনা	৮০	৩১	৯৯.০	১.০	০.০	২,৪৯৮
চট্টগ্রাম	৫২	১২	১০০.০	০.০	০.০	৬২৬
জাতীয়	**১১,৭৭৮**	**৫৩**	**৮১.০**	**৬.৩**	**১২.৬**	**৭৬৮,৩৬৭**

উৎসঃ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০১৮

হাওড় অঞ্চলের টেকসই জীবিকার সাথে সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহ

পরিকল্পনাসমূহ

- ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)
- হাওড় অঞ্চলের জন্য মাস্টার প্ল্যান ২০১২

নীতিমালাসমূহ

- সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯
- কৃষি নীতি ২০১৩
- কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৫ (খসড়া)
- জাতীয় সমবায় নীতি ২০১২

টেকসই জীবিকার পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

তথ্য, উপাত্ত এবং ব্যক্তি মতামত সংগ্রহের পদ্ধতি

- স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য সুনামগঞ্জের টেকসই জীবিকার (প্রধানত কৃষি খাতের) সাথে জড়িত জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়, জেলা মৎস্য কার্যালয়, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয় এবং জেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়সহ অন্যান্য সেবা প্রদানকারীদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। এই সকল কার্যালয় থেকে সংখ্যাগত উপাত্ত সংগ্রহ ছাড়াও তাদের দ্বারা প্রদেয় বিভিন্ন সেবা সম্পর্কেও গুণগত এবং ব্যক্তি মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়
- সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের ১৬ জন সিবিও সদস্যের সাথে (সেবা গ্রহনকারী) বিভিন্ন সেবার তথ্য যাচাই করা হয়
- এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও কর্মীর কাছে থেকে স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং টেকসই জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ এবং সেগুলোর উত্তরণের পরামর্শ লিপিবদ্ধ করা হয়

টেকসই জীবিকার পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

প্রাকৃতিক সম্পদ

সূচকঃ মৎস্যজীবিদের জন্য জলমহালে প্রবেশাধিকার।

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- সুনামগঞ্জে বর্তমানে মোট জেলে আছে ১.২ লক্ষ জন, যাদের মধ্যে প্রায় ৯২ হাজার জন জেলে নিবন্ধিত এবং প্রায় ৭৬ হাজার জন (মোট জেলের **৬২.৩%**) কার্ডধারী জেলে
- সরকারি জলমহার ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ (সংশোধিত) অনুযায়ী জলমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে একর প্রতি বার্ষিক ১,৫০০ টাকা হারে ইজারা নির্ধারন করতে হবে
- জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে সংশ্লিষ্ট জলমহালের তীরবর্তী বা নিকটবর্তী জেলার প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি

❑ব্যক্তি মতামত

- জলমহাল ইজারা উচ্চমূল্য এবং স্বল্প মেয়াদী হওয়ার কারণে তা সাধারণ চাষিদের সামর্থ্যের বাইরে থেকে যায়। ফলে প্রভাবশালী শ্রেণী এবং মধ্যসত্তভোগীরা সিংহভাগ সুফল ভোগ করে
- সাধারণ মৎস্য চাষিদের কোন অর্থায়ন সুবিধা (যেমনঃ স্বল্পসুদে ঋণ ব্যবস্থা, বিকল্প আয় কার্যক্রম) নেই, বিশেষ করে যে সকল মৌসুমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ
- অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধির ফলে মৎস্য শিকারের প্রবলতা বেড়ে যায় যা মৎস্য সম্পদের ক্ষয় ঘটায়
- ভূমি অধিদপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সমন্বয়হীনতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত এবং সুবিধাবঞ্চিত জেলেদের ইজারা পাওয়াকে বাধাগ্রস্থ করে
- জলমহালের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার কাঠামো ও নীতিগত জটিলতা
  - ➢ জলমহালের আয়তন ২০ একরের বেশি হলে সেটার দায়িত্বে থাকেন জেলার ডিসি, এডিসি রাজস্ব থাকেন সদস্য সেক্রেটারি, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা থাকেন সাধারণ সদস্য
  - ➢ জলমহালের আয়তন ২০ একরের কম হলে সেটার দায়িত্বে থাকেন ইউএনও এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা থাকেন সাধারণ সদস্য। এর ফলে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার অনেক ক্ষেত্রে স্বদিচ্ছা থাকলেও জলমহলের সুব্যবস্থাপনায় অংশপ্রহন করা সম্ভব হয় না

টেকসই জীবিকার পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

মানব সম্পদ

সূচকঃ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ।

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- সুনামগঞ্জে বিআরডিবি বিভিন্ন চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ (Need based training) প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ
- এই চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য বিআরডিবি ২০১৮ এবং ২০১৯ অর্থবছরে একই পরিমাণ (১৩২,০০০ টাকা) বরাদ্দ পায়
  - ➢বরাদ্দ একই হলেও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০১৮ এর (২,৬৩৩ জন) তুলনায় ২০১৯ (২,৮০১ জন) এ ৬.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে
- উভয় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেই **নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্যে বেশ বৈষম্য** লক্ষ্য করা যায় যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় আরও বেড়েছে
  - ➢দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ ২০১৮ এর ২৭% থেকে ২০১৯ এ ১৫% হয়েছে
  - ➢একইভাবে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ ২০১৮ এর ২৪% থেকে ২০১৯ এ ২১% হয়েছে

❑ব্যক্তি মতামত

- মাঠ পর্যায়ে জনবল ঘাটতি থাকার কারণে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিআরডিবি সমস্যার সম্মুখীন হয়
  - ➢বর্তমানে, ১১টি উপজেলায় বিআরডিবি-র মাঠ পর্যায়ে জনবল ১২ জন, যেখানে থাকার কথা ছিল ৩৩ জন

টেকসই জীবিকার পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

আর্থিক সম্পদ

সূচকঃ ঋণ সুবিধা।

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- বিআরডিবি কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদন উৎসাহিতকরণে কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদান করে
- বিআরডিবি কৃষকদের বিকল্প জীবিকা তৈরির লক্ষ্যে সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় কৃষকদের অ-কৃষি ব্যবসা ও ক্ষুদ্র ব্যবসা করার লক্ষ্যে স্বল্পসুদে ঋণ দেয়া হয়
- বিআরডিবি ২০১৯ অর্থবছরে কৃষি এবং অ-কৃষি খাতে ৪ কোটি ৯৪ লক্ষ্য টাকা ঋণ দেয় যা ২০১৮ অর্থবছরের তুলনায় ১১% কম
  - অ-কৃষি খাতের (-৪.৫%) তুলনায় কৃষি খাতে ঋণ সহায়তা বেশী হারে **(-২২.৬%)** হ্রাস পেয়েছে
  - মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ২০১৮ অর্থবছরের (৫৪,৮৯৯ টাকা) তুলনায় ২০১৯ (৪১,৪২২ টাকা)-এ **২৪.৫%** কমেছে
  - প্রশিক্ষণের মত ঋণ কার্যক্রমেও **নারীদের অংশগ্রহণ (২৪.৪%)** পুরুষদের (৭৫.৬%) এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে কম
- এছাড়াও তফসিলি সরকারী ব্যাংকসমূহ কৃষকদের স্বল্পসুদে (২%-৪%) ঋণ দিয়ে থাকে

❑সুবিধাভোগীদের মতামত

- সুনামগঞ্জ এলাকার কৃষকরা মূলত ঋণ নিয়ে থাকে মহাজনদের কাছ থেকে। ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে নিয়মের জটিলতা এবং ঋণের টাকা নিস্পত্তি হবার প্রলম্বিত সময়ই মূল বাধা

টেকসই জীবিকার পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

আর্থিক সম্পদ

সূচকঃ কৃষি উপকরণের জন্য ভর্তুকি সুবিধা।

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- কৃষকদের বেশিরভাগ ভর্তুকিই সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে দিয়ে থাকে। সরকার কৃষি কার্ডধারীদের ভর্তুকি সহায়তা দিয়ে থাকে
  - বর্তমানে সুনামগঞ্জে কৃষি পরিবার মোট ৩৮৩,৩০০টি এবং কৃষি কার্ডধারী কৃষক মোট ৩৩১,০০০ জন (৮৬.৪%)
- সরকার প্রদত্ত ভর্তুকির মাঝে অন্যতম হল, সাশ্রয়ী মূল্যে কৃষকদের ইউরিয়া সার সরবরাহ করা। এছাড়াও ইউরিয়া সার ব্যতীত অন্যান্য সারে আমদানী পর্যায়ে আমদানীকারকদের সরকার ভর্তুকি দিয়ে থাকে
  - কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে সরকার প্রদত্ত ভর্তুকিতে ইউরিয়া সারের মূল্য ১৬ টাকা (প্রতি কেজি), সুবিধাভোগীদের তথ্যমতে এই মূল্য ২০ টাকা (প্রতি কেজি)
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভর্তুকির জন্য মোট বরাদ্দ ছিল, প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭,৬৬৮ জন কৃষক কৃষি ভর্তুকি সহায়তা পেয়েছেন (মাথাপিছু ১৫,৬৬০ টাকা)
  - ৮ উপজেলায় প্রতিটি কৃষক বিনামূল্যে ৫ কেজি আমন ধানের বীজ, ১৫ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি পেয়েছেন
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সুনামগঞ্জের কৃষকেরা আমন ধানের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্য পেয়েছে যা তাদেরকে মজুরীসহ অন্যান্য উৎপাদন খরচ মেটানোর পর ক্ষতির সম্মুখীন করেছে
  - কৃষকেরা গড়ে মন প্রতি মূল্য পেয়েছে ৬০০-৬৫০ টাকা (গুদাম এবং মিল মালিকের কাছে বিক্রি করে), সরকার নির্ধারিত মূল্য ছিল ১,০৪০ টাকা
  - ধান লাগানো এবং কাটার সময় মজুরী যথাক্রমে ৩০০ টাকা এবং ৫৫০-৬০০ টাকা

টেকসই জীবিকার পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

আর্থিক সম্পদ

সূচকঃ ব্যক্তিগত সঞ্চয়/আর্থিক সুবিধা।

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- বিআরডিবি তার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য/উপকারভোগীদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে
  - ➢২০১৯ অর্থবছরে মোট ৪৪৭ জন সদস্যের সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ টাকা (মাথাপিছু সঞ্চয় ৫,১০৭ টাকা), যা গত অর্থবছরের (মাথাপিছু সঞ্চয় ৬,৪৫৬ টাকা) তুলনায় ২০.৯% কম
- বিআরডিবি প্রকল্প আওতাভুক্ত সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূলধন সহায়তাও প্রদান করে থাকে। যেমনঃ সেলাই মেশিন, রিক্সা, ইত্যাদি

টেকসই জীবিকার পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

আর্থিক সম্পদ

সূচকঃ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বরাদ্দ।

❑দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- সুনামগঞ্জে জুলাই মাসে সংঘটিত অতি বৃষ্টি, বন্যা এবং পাহাড়ী ঢল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে চার ধাপে যথাক্রমে ৭/৭/১৯, ১১/৭/১৯, ১৫/৭/১৯ এবং ১৭/৭/১৯ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে ত্রাণ বরাদ্দ করা হয়। এই সময় নিম্নোক্ত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়
  - ➢ মোট চালঃ ৯০০ মে.টন
  - ➢ মোট নগদ টাকাঃ ২০ লক্ষ
  - ➢ মোট শুকনা খাবারঃ ৯ হাজার কার্টুন
  - ➢ মোট তাবুঃ ৫০০ সেট
  - ➢ শিশু খাদ্য ক্রয়ের জন্য মোট বরাদ্দঃ ২ লক্ষ টাকা
  - ➢ গো-খাদ্য ক্রয়ের জন্য মোট বরাদ্দঃ ২ লক্ষ টাকা

❑ব্যক্তি মতামত

- ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা এবং ত্রাণ বরাদ্দের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য (১৭ দিনে) গড় মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল প্রায় ১,২৯০ নগদ টাকা এবং ৫ কেজি চাল
- বরাদ্দকৃত ত্রাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল
- বরাদ্দকৃত এবং ক্ষতিগ্রস্তদেরকে ত্রাণ বন্টনের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য দেখা যায়
  - ➢ ক্ষতিগ্রস্তদের দেয়া তথ্যমতে অনেক জায়গাতেই ক্ষতিগ্রস্তরা দ্রব্যসামগ্রী পেয়ে থাকলেও নগদ টাকা হাতে পাননি

টেকসই জীবিকার পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

আর্থিক সম্পদ

সূচকঃ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প।

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির (৪০+৪০ দিন) আওতায় সুনামগঞ্জের ১১ উপজেলায় ১৪,৭১৯ জন সুবিধাভোগীর জন্য মোট ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল (জাতীয় বরাদ্দের ১.৫%)
- সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দরিদ্র জনসংখ্যার অনুপাতকে মাথায় রেখে করা হয়েছে
  - ➢ সর্বোচ্চ সংখ্যক সুবিধাভোগী অংশগ্রহণ করে ছাতকে (১,৮১৫ জন) – এখানে দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও সর্বোচ্চ (প্রায় ৯৪ হাজার জন)
  - ➢ অপরদিকে সর্বোনিম্ন সুবিধাভোগী শাল্লায় (৮৫৪ জন) – এখানে দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও সর্বনিম্ন (প্রায় ৩২ হাজার জন)

❑ব্যক্তি মতামত

- অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় খুব কম সংখ্যক মানুষ কাজ করে থাকেন
- অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিটি মূলত সুনামগঞ্জ এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকায় আশানুরূপ প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে বলা যেতে পারে
  - ➢ এর মূল কারণ হলঃ এই কর্মসূচির আওতায় দৈনিক ২০০ টাকা মজুরী যা বাজার প্রদত্ত মজুরীর তুলনায় অত্যন্ত কম। সুনামগঞ্জ এলাকায় বালু উত্তোলন, পাথর আহরণ করার দৈনিক মজুরী গড়ে ৫০০ টাকা
  - ➢ এর বাইরেও এই এলাকার মানুষ অনেকটাই রেমিটেন্স নির্ভর জীবিকা নির্বাহ করে থাকে যা তাদেরকে অনেকটাই কর্মবিমূখ করে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় চাষযোগ্য পতিত জমি থাকলেও আবাদ হয় না

টেকসই জীবিকার পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

আর্থিক সম্পদ

সূচকঃ রাষ্ট্রীয় উন্নয়নমূলক স্কীমে অংশগ্রহণের সুযোগ।

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- পিআরডিপি-৩ এই কর্মসূচীর একটা বড় অংশ হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন
- এই ধরণের স্কীমের জন্য প্রথমত সমন্বয় কমিটিতে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, যার উপর ভিত্তি করে বাজেট বরাদ্দ করার মাধ্যমে স্কীম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে
- প্রকল্পের অর্থায়নের ৭০% সরকার, ১০% ইউনিয়ন পরিষদ এবং ২০% গ্রামবাসীরা সরবরাহ করে। জেলা পল্লী উন্নয়ন (বিআরডিবি) অফিস সর্বোপরি স্কীম বাস্তবায়ন করে থাকে
- ২০১৮ এবং ২০১৯ উভয় অর্থবছরেই এই স্কীম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫৬০,০০০ টাকা

টেকসই জীবিকার পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

ভৌত সম্পদ

সূচকঃ কৃষি বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তিসমূহ কৃষকদের নিকট হস্তান্তর।

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- বর্তমানে সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণে (ট্রাক্টর ও কম্বাইন্ড হারভেস্টর ক্রয়) প্রণোদনা দিচ্ছে
  - ➢এই প্রণোদনার পরিমাণ হাওর এলাকার কৃষকদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং হাওর বহির্ভূত এলাকার ক্ষেত্রে ৩০%
  - ➢জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নতুন আবিষ্কৃত জলবায়ু সহিষ্ণু বীজ কৃষকদের সরবরাহ করে থাকে

সূচকঃ কৃষি বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তিসমূহ কৃষকদের নিকট হস্তান্তর।

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- কৃষি বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তিসমূহ কৃষকদের নিকট হস্তান্তর প্রক্রিয়া
  - ➢প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে কৃষি পুনর্বাসন কমিটি মূলত জেলা ভিত্তিক বরাদ্দ বিভাজন করে দেয়
  - ➢কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দ বিভাজন করে। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মূলত আবাদি জমির ভিত্তিতে বিভাজন করে থাকে
  - ➢উপজেলা পর্যায়ে বিভাজিত বরাদ্দকে ইউনিয়ন ভিত্তিক বণ্টন করা হয়। পরবর্তীতে ওয়ার্ড পর্যায়ে মেম্বারগণ এবং কৃষি অফিসারবৃন্দ নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মাঝে প্রণোদনা বা ভর্তুকি বন্টন করে থাকেন। এক্ষেত্রে সুবিধাভোগী নির্বাচন করার কোন বিশেষ নির্ণায়ক নেই

টেকসই জীবিকার পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

সামাজিক/রাজনৈতিক পুঁজি

সূচকঃ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যপদের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তির সুযোগ।

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে সিবিও সংগঠনসমূহের সদস্যরা জোটবদ্ধ হয়ে আবেদন করতে পারছেন এবং সুফল পাচ্ছেন যা পূর্বে জেলেদের জন্য বা কর্মহীন যুবাদের জন্য এককভাবে সম্ভব ছিল না
- সিবিও-তে সদস্যপদ থাকার কারণে কৃষকেরা ট্রাক্টর ও কম্বাইন্ড হারভেস্টর ৫০% হ্রাসকৃত দামে পাচ্ছে

চ্যালেঞ্জসমূহ

স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্তৃপক্ষ, জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান এবং সিবিও সদস্যদের দেয়া তথ্য এবং মতামতের ভিত্তিতে সুনামগঞ্জে টেকসই জীবিকা অর্জনে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

২. বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে (যেমনঃ বদ্ধ জলমহাল) প্রকৃত সুবিধাভোগীর অভিগম্যতার অভাব

৩. জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, চাষযোগ্য অপচিত জমির ব্যবহার এবং পতিত জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী এবং সুবিধাভোগী উভয় পক্ষের উদ্যোগ এবং উদ্যমের অভাব

৪. সার, বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল

৫. সারের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত মূল্য এবং প্রকৃত ক্রয়মূল্যের মধ্যে তারতম্য। অপরপক্ষে ধানের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য এবং কৃষকদের বিক্রয়মূল্যের মধ্যে তারতম্য

৬. প্রণোদনা বা ভর্তুকি বন্টনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আবাদী জমি ভিত্তিক বিভাজন ছাড়া সুবিধাভোগী নির্বাচনের বিশেষ কোন নির্ণায়ক নেই

৭. বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব। বিশেষ করে যে সকল মৌসুমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ এবং বোরো ধান লাগানো এবং ফসল কাটার মধ্যবর্তী সময়

চ্যালেঞ্জসমূহ

৮. চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রদান

৯. বিভিন্ন দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ঋণ কার্যক্রমে নারীদের অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণ

১০. স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নকৃত রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক স্কীমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের মাঝে বাস্তবায়ন নীতিমালা সম্পর্কে অনেক সময় পরিষ্কার ধারণা থাকেনা। এছাড়াও, পর্যাপ্ত সঞ্চয়ের অভাবে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অনেকে এতে অংশগ্রহণ করতে পারে না

১১. সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রদেয় দৈনিক মজুরি (অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় ২০০ টাকা) বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম হওয়ায় এটি মানুষের জীবন-জীবিকায় আশানুরূপ প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে অকার্যকর

১২. টেকসই জীবিকার সাথে সম্পর্কিত সরকারি সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং নীতি ও কাঠামোগত জটিলতা

১৩. বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং ঋণ সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মাঠপর্যায়ের জনবল ঘাটতি

সুপারিশসমূহ

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, হাওর মাস্টারপ্ল্যান এবং অন্যান্য নীতিমালার আলোকে এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সুনামগঞ্জে টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হল

১. কৃষকেরা যেন সঠিক মূল্যে তাদের ধান এবং চাল সরকারের কাছে বিক্রয় করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর ব্যবস্থা চালু করা

- এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, জেলা কৃষি বিপনন অফিসের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি এবং প্রকৃত কৃষকদের দ্বারা গঠিত সিবিও সদস্যদের অংশগ্রহণে সংগ্রহকালের পূর্বে এবং চলমান সময়ে সভা করা যেতে পারে
- সরকারি কর্মকর্তাদের (কৃষি বিপনন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর) সহায়তায় সিবিওদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বিক্রয়কৃত ধান/চালের গুনগত মান রক্ষণের বিষয়ে কৃষকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা

সুপারিশসমূহ

২. কৃষি উৎপাদনের উপকরণসমূহ (যেমনঃ সার, বীজ, কৃষি যন্ত্র) যথাযথভাবে এবং সঠিক মূল্যে কৃষকের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা

- বৈশ্বিকভাবে ক্রমবর্ধমান সারের দামের কথা মাথায় রেখে ভর্তুকিকৃত সরকার নির্ধারিত মূল্যে অধিক সংখ্যক কৃষকের কাছে সার পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা
- কৃষি যন্ত্র (যেমনঃ কম্বাইন্ড হারভেস্টর) বিতরণে সরকার নির্দিষ্ট প্রণোদনাসমূহ যেন প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা

এক্ষেত্রে জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, জেলা কৃষি বিপনন অফিসের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি এবং সিবিও সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যারা উপরোক্ত বিষয়ে নিয়মিত তদারকি করবে

সুপারিশসমূহ

৩. আনুষ্ঠানিক কৃষি এবং ঋণের আওতা বাড়ানো এবং তা গ্রহণে সুবিধাভোগীদের উৎসাহিত করার জন্য সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে নিয়মিত বৈঠক করা

- কৃষি ব্যাংকসহ বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ প্রক্রিয়ার জটিলতা কমানো
- যে সময় মাছ ধরা নিষিদ্ধ, সেই সময় মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বল্পসুদে ঋণ, বিকল্প আয় কার্যক্রমের (সেলাই মেশিন, খাঁচায় মাছ চাষ, পশু পালন, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প) ব্যবস্থা করা

এক্ষেত্রে কৃষি ও সমবায় ব্যাংক প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন এবং এনজিও প্রতিনিধি দ্বারা প্রদত্ত সকল ঋণ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করা যেতে পারে

৪. জলমহাল ইজারা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ এটির কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ

- বছর বছর জলমহালের খাজনা না বাড়িয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক জলমহাল ব্যবস্থাপনার দিকে মনোনিবেশ করলে মৎস্য সম্পদের ক্ষয় রোধ করা যাবে
- বর্তমান স্বল্পমেয়াদী ইজারার (যা অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাবশালীদের সুবিধা দেয়) পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী (৫ বছর) ইজারা ব্যবস্থার দিকে যাওয়া। এক্ষেত্রে জাতীয় নীতিমালা সংশোধন এবং আধুনিক করতে হবে

এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়, জেলা ভূমি অফিস এবং জেলা মৎস্য অফিসের মধ্যে সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণে এনজিও এবং সিবিও সদস্যরা সহায়তা করতে পারে

সুপারিশসমূহ

৫. বিভিন্ন দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতা বাড়ানো এবং নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা

এক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, যুব উন্নয়ন এবং মহিলা বিষয়ক কার্যালয় এবং এনজিও প্রতিনিধি দ্বারা প্রদত্ত সকল প্রশিক্ষণের মধ্যে সমন্বয় করা যেতে পারে

৬. ত্রাণসামগ্রী এবং নগদ অর্থ যেন দুর্যোগে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে এবং সঠিক পরিমাণে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা

এক্ষেত্রে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাঠ পর্যায়ের ত্রাণ বিতরণ কর্মী এবং সিবিও প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে

৭. স্থানীয় বাস্তবতার সাথে মিল রেখে অতি দরিদ্রদের জন্য সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা

- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির (ইজিপিপি) কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে যদি এটি অকার্যকর হয়ে থাকে তাহলে প্রয়োজনে তা বন্ধ করে সম্পদের অপচয় রোধ করা এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে পাঠানো
- স্থানীয় বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্কীম বা কর্মসূচি গ্রহণ করা

এক্ষেত্রে গ্রাম পর্যায়ে বন্যার পরবর্তী সময়ে বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাঘাট ও সাঁকো মেরামতে স্কীম গ্রহণ করা যেতে পারে

Funded by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

ধন্যবাদ